গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা | ১২ জুন ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com | পৃ. ১

শুধু ত্রাণ নয়, স্থায়ী বাঁধ চাই

সোচ্চার ইছামতী থেকে সাগর

গোসাবা, দুলকি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ট্যাংরা চর, কুলপি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

করোনা ও ইয়াসে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ আসার সময় থেকেই দলের মেডিকেল ফ্রন্ট রাজ্যের ২৩টি জেলায় কোভিড ম্যানেজমেন্ট টিম তৈরি করে সচেতনতা মূলক প্রচার, অনলাইনে আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে লক্ষাধিক মানুষকে কোভিড বিষয়ে সর্তকতা ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়গুলি পৌঁছে দিয়েছে। দলের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, সার্ভিস ডাক্তার, গ্রামীণ চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এ কাজে ৩১৫ জন চিকিৎসক সহ ২৮০৪ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কোভিডে অসুস্থদের চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়ার জন্য ‘হ্যালো ডাক্তার’ নামে পাঁচটি, ‘টেলিমেডিসিন’ নামে ছটি ইউনিট প্রত্যেক দিনই নির্দিষ্ট সময়ে অসুস্থদের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছেন। এইভাবে প্রায় ৭০০০ জন মানুষ ইতিমধ্যে সাহায্য পেয়েছেন। ৩ জুন দলের কেন্দ্রীয় অফিসে দলের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দলের সক্রিয় প্রায় সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকদের একাংশ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কোভিড আক্রান্ত ও ইয়াস ঝড়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে লাগাতার কাজ করে চলেছেন। অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার গঠন, অক্সিজেন সিলিন্ডার এর ব্যবস্থা করা, পালস অক্সিমিটার সরবরাহ, অক্সিজেন রেকর্ড রাখা, সংক্রমিত পরিবারে ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা, হাসপাতালে ভর্তি করানোর কাজও চলছে অবিরাম। দরিদ্র মানুষের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান ব্যাপক সংখ্যায় বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় জেলায় দলের উদ্যোগে চারটি হোম কোয়ারান্টাইন ও স্যাটেলাইট সেন্টার চলছে। এ পর্যন্ত এভাবে সরাসরি সাহায্য পেয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার মানুষ। দলের সিনিয়র ডাক্তাররা এ রাজ্য ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যের আক্রান্ত মানুষকেও অনলাইনের মাধ্যমে চিকিৎসার পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় চলছে ৬টি

তিনের পাতায় দেখুন

দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথে সুন্দরবন

ঘূর্ণি ঝড় ইয়াসের তাণ্ডবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর নামখানা পাথরপ্রতিমা গোসাবা ব্লকের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে অসংখ্য জায়গা, কাকদ্বীপ কুলতলি মথুরাপুর-২ (রায়দিঘি) বাসন্তী ব্লকের অনেক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং জয়নগর-২, ক্যানিং-১, কুল্পী, মথুরাপুর-১, ডায়মন্ডহারবার-১, ডায়মন্ডহারবার-২ ব্লকের কিছু অংশ মিলিয়ে দুই শতাধিক স্থানে নদী বাঁধের ভাঙন অথবা বাঁধ নিচু থাকায় জলোচ্ছ্বাসে ৩০ লক্ষাধিক মানুষ ভয়ানক ভাবে বিপদগ্রস্ত। হাজার হাজার বিঘা চাষ জমি, পান বরজ সহ বাগান-বাগিচা, পুকুর খাল বিল, ঘর-বাড়ি, দোকানপাট ও ঘরে রাখা খাদ্য সহ নানা সম্পদ নোনা জলে প্লাবিত হওয়ায় দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতির সীমা পরিসীমা নেই। পূর্ণিমার ভরা কোটালে একই এলাকা বার বার প্লাবিত হয়েছে। দলের অসংখ্য কর্মী সহ এলাকার হাজার হাজার মানুষের সাহস ও উদ্যোগের প্রশংসনীয় ভূমিকা না থাকলে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও অনেক বাড়ত। এমনিতেই সামান্য ঝড়ে বা কোটালে বাঁধ ভেঙে বা উপচে পড়া নোনা জলে নানা সময়ে সুন্দরবন এলাকায় সর্বনাশ হয়েই থাকে। সর্বত্র করোনা অতিমারির প্রকোপে লকডাউনের ফলে সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কর্মহীন, চিকিৎসার বিপুল ব্যয়, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, আতঙ্ক, মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব। ঠিক তখনই বিগত কয়েক বছরের সুনামি,

দুয়ের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুরে দলের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

আন্দোলনের পথে সুন্দরবন

একের পাতার পর

আয়লা, ফনি, বুলবুল, আমফান প্রভৃতির বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এই দুর্যোগ। চারিদিকে মানুষের বাঁচার আর্তি, হাহাকার।

গোলাবাড়ি, ক্যানিং

একই আর্তনাদ ইছামতীর তীর ধরে হিঙ্গলগঞ্জ-সন্দেশখালি সহ উত্তর ২৪ পরগণার বিরাট এলাকা জুড়ে। দুই মেদিনীপুর বিশেষত পূর্ব মেদিনীপুরের সর্বনাশ যে কত বড় তা সকলে জানেন।

সামনেই অমাবস্যার কোটাল। তার পরেই আসন্ন পূর্ণিমার কোটাল। তাই আশঙ্কিত বিপর্যস্ত এলাকার মানুষ। তার আগেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধের ভাঙা

দেউলবাড়ি, কুলতলি

অংশগুলি মেরামত, নিচু যে জায়গাগুলি টপকে নদী ও সমুদ্রের জল ঢুকেছে তা যে-কোনও ভাবে উঁচু করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তার সাথে আছে পানীয় জলের প্রচণ্ড সঙ্কট। আছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও মেরামতের জরুরিকালীন ত্রাণের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মাছ-আগাছা সহ নানা কিছুর পচনে দূষিত পরিবেশ।

রায়দিঘি, কুমড়ো পাড়া

ফলে নানা ব্যাধি শিয়রে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে শুরুও হয়েছে। বেড়েছে সাপ-পোকামাকড়ের উপদ্রব। জরুরি স্যানিটাইজেশন। দলের ডাকে কর্মীরা ত্রাণসংগ্রহ ও বণ্টনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সহৃদয় শুভবুদ্ধির মানুষ, নানা ক্লাব, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন।

এ প্রচেষ্টা যত মহৎই হোক এগুলো তাৎক্ষণিক ক্ষুদ্র ব্যবস্থা। তাতে সুন্দরবনবাসীর সমস্যা মেটে না। তাই তারা এবারে সোচ্চারে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন তুলেছেন, বছরের পর বছর শুধু ক্ষুদ-কুঁড়োর মতো ভিক্ষাস্বরূপ ত্রাণ নিয়ে আমাদের ধুঁকে ধুঁকে চলতে হবে? বারবার এই দুর্ভোগই কি আমাদের ভবিতব্য? কেন্দ্রে ও রাজ্যে

মৌসুনি দ্বীপ

যারাই যখন ক্ষমতাসীন হয়েছে, তারা কেন স্থায়ী প্রতিকার কিছুই করেন না?

এসইউসিআই (সি) দলের উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে নিয়ে বছরের পর বছর ধরে প্রশাসনের নানা স্তরে কতবার যে দাবি জানিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বর্তমান বিপর্যয়ের কয়েকদিন আগে এবং বিপর্যয়ের পরে দলের জেলা কমিটির সদস্য জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর ও কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার চিঠি লিখে সেই দাবি জানিয়েছিলেন। নানা সময়ে নানা নাগরিক কমিটিও এ দাবি জানিয়েছে। সম্প্রতি 'সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি' শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে

নামখানা

তুলেছে স্থায়ী বাঁধের দাবিতে। ইয়াসের অনেক আগে থেকেই সরকারের নানা দপ্তরে স্থায়ী বাঁধের দাবিতে দরবার চালিয়ে আসছিল। ফেব্রুয়ারিতে উপকূল এলাকার শতাধিক জায়গায় হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে নদী বাঁধে প্যারেড কর্মসূচির মাধ্যমে দাবিকে জোরালো করে তোলা হয়। তবুও বিপর্যয় রোখা যায়নি। বানভাসি এলাকার মানুষ জলমগ্ন ঘরবাড়ি ছেড়ে অশেষ দুর্গতির

কুমিরমারি, গোসাবা

আগরপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

মধ্যেও অভুক্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় এক গলা জলে দাঁড়িয়ে ত্রাণ সংগ্রহে হাত বাড়ানোর সাথে সাথে দাবি জানিয়ে বলেছেন, আমাদের কেবলমাত্র ত্রাণ নয়, স্থায়ী বাঁধ চাই। আশ্রয় শিবিরগুলোও সেই দাবিতে সোচ্চার। রাজ্যে নেতা-মন্ত্রী-আধিকারিকদের, এমনকি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল যেখানেই গিয়েছেন তাঁদের কাছে সেই আবেদনই জানিয়েছেন। ৫ মে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইছামতী থেকে সাগর পর্যন্ত ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ স্থায়ীভাবে নির্মাণের দাবিতে হওয়া অবস্থানে কোলে শিশু সন্তান সহ হাজার হাজার মানুষ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দাবি জানিয়েছেন। সুন্দরবন এলাকার এক

পাথরপ্রতিমা, বনশ্যাম নগর

একটি ব্লকে গড়ে চার লক্ষ মানুষের বসবাস। তারা ব্লক পিছু প্রতিটি বছরে কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ শত কোটি টাকা সরকারের ঘরে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া এখানকার মধু, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মোম প্রভৃতি রপ্তানি করে অর্জিত হয় প্রচুর বিদেশি মুদ্রা। তবুও কেন সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার হয় না? —এ ভাবনায় উত্তাল সুন্দরবন। বাড়ছে আন্দোলনের গতিবেগ। যুক্ত হচ্ছেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের নানা স্তরের মানুষ।

এ জেলার সুমতি নগরের বাসিন্দা দেবাশীষ জানা। বাঁধ ভেঙে জল ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সহ সব ডকুমেন্ট। 'দুয়ারে ত্রাণে'র আবেদনের সুযোগ কেড়ে নিয়েছে দুয়ারে জল। এমনিতেই ত্রাণ শিবিরগুলোর অপ্রতুল ব্যবস্থা। শিবিরে রাতে জুটেছে মুড়ি-বাতাসা। একরাশ ক্ষোভ উগরে লোকজনকে নিয়ে নদীবাঁধে আন্দোলনে সামিল দেবাশীষ। ধবলাটে নদীর ধারে বাড়ি বাপী মাঝির। জলের তোড়ে বাড়ি সহ সর্বস্ব ভেসে গেছে। রুদ্রনগরে তার শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে তিনি যেতে পারেন। কিন্তু বাপীর প্রশ্ন, পরিযায়ী শ্রমিক ছিলাম, লকডাউনে কাজ গেছে। নদীর ধারে বসবাস হওয়ায় নদীতে মাছ ধরে তবু জীবিকা নির্বাহ হয়। তাও গেলে, আশ্রয় জুটলেও সংসার চলবে কী করে? নদীবাঁধের সঙ্গে জীবিকা জড়িয়ে। তাই বাঁধ রক্ষা করতে আন্দোলনে সামিল তিনিও। তাঁরাই গড়ে তুলছেন 'সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি'।

এ ভাবেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। গঠিত হচ্ছে এলাকা ভিত্তিক কমিটি। বিস্তৃত

সাগরদ্বীপ, ধবলাট

হচ্ছে আন্দোলন। ওই কমিটি নদী-সমুদ্র বিজ্ঞানী, গবেষক, ভূতত্ত্ববিদ, এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ নিচ্ছে স্থায়ী বাঁধের রূপ কী হবে তা নিয়ে। কিন্তু তারা জানেন, মতামত স্থির হলেও তাকে কার্যকরী করতে চাই লাগাতার-দুর্বার আন্দোলন। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচির শেষে ঐ কমিটির সম্পাদক অশোক শাসমল বলেছেন, এখনও বহু জায়গায় মেরামত না হওয়ায় জল ঢুকবে। চলছে কোনও মতে জোড়তালি দেওয়ার কাজ। সরকার দ্রুত সমাধানের কাজ শেষ না করলে, স্থায়ী বাঁধের, জীবন-জীবিকা রক্ষার ব্যবস্থা না করলে কমিটির পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও, বিক্ষোভ, সুন্দরবন জুড়ে অরন্ধন পালন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ,

হিঙ্গলগঞ্জ, রূপমারি

সন্দেশখালি সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সর্বত্রই তার প্রস্তুতি চলছে।

এলাকার মানুষের মধ্যে শোনা যাচ্ছে, সুন্দরবনে পরমানুচুল্লি স্থাপনকে এবং সুন্দরবনের ৯০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ইকোটুরিজমের নামে এখানকার বন-জঙ্গল, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুন্দরবনের কৃষ্টি-ঐতিহ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্র জনগণকে নিয়ে কমিটি গড়ে তুলে যেভাবে রুখে দেওয়া সম্ভব করেছিলেন, স্থায়ী বাঁধ প্রতিকারে তারা তেমনই সফল হবেন।

বিনামূল্যে টিকাকরণে প্রধানমন্ত্রীর গড়িমসি কাদের স্বার্থে?

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের টিকা-নীতির বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অভিযোগ প্রথম থেকেই উঠছে— এই টিকা-নীতি বৈষম্যবাদী। কেন এই অভিযোগ? কারণ মোদির এতদিনকার ঘোষিত নীতি ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার টিকা দেবে শুধু মাত্র ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের। বাকিদের দায়িত্ব কেন্দ্র নেবে না। এর মধ্যে ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এই ঘোষণার পরই প্রশ্ন উঠেছিল, কেন? যেখানে অতিমারি রুখতে প্রয়োজন দেশের প্রতিটি মানুষের টিকাকরণ, সেখানে কোন বিচারে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্ত। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, সর্বত্র এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সাধারণ মানুষ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আহ্বানে সকলের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের দাবিতে অনলাইনে দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। এই কর্মসূচিতে প্রবল উৎসাহে সাড়া দেন মানুষ। প্রতিটি রাজ্য থেকে বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ স্বাক্ষরিত দাবিপত্র অনলাইনে পাঠানো শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরে। অফলাইনেও বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে করোনা বিধি মেনে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও বৈষম্যবাদী টিকা নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। আন্তর্জাতিক স্তরেও বিজেপি সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার ওঠে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারও কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াতে থাকে।

শেষপর্যন্ত দেশজোড়া প্রতিবাদ ও বিদেশের নিন্দার মুখে পড়ে ৭ জুন প্রধানমন্ত্রী মোদি ঘোষণা করতে বাধ্য হন, ২১ জুন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ১৮ বা তদূর্ধ্বদের বিনামূল্যে টিকা দেবে। এই ঘোষণা করতে এত দেরি হল কেন? প্রথমেই কেন কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে সার্বিক টিকাকরণের ব্যবস্থা করেনি? এর প্রধান কারণ, তাদের লক্ষ্য ছিল টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে বিপুল মুনাফা পাইয়ে দেওয়া। বিষয়টি পরিষ্কার হবে, টিকার দামের দিকে তাকালে। কেন্দ্র জানিয়েছিল, টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানি থেকে তারা টিকা কিনছে ১৫০ টাকায়। ঐ টিকাই রাজ্যকে কিনতে হবে ৩০০-৪০০ টাকায়। আর বেসরকারি হাসপাতালকে কিনতে হবে হাজারেরও বেশি টাকায়। কেন্দ্র টিকা কিনে রাজ্যকে দিলে অর্ধেক টাকাতেই টিকা মিলতো। কেন তা হল না? এর একমাত্র কারণ টিকা প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে বিপুল মুনাফা পাইয়ে দেওয়া। বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণার পরেও তা কার্যকর করতে কেন ১৪ দিন দেরি করল সরকার? ১৪দিনে আরও মুনাফা তুলে নিক পুঁজিপতিরা এটাই কি উদ্দেশ্য নয়?

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, উৎপাদিত টিকার ৭৫ শতাংশ কেন্দ্র কিনলেও বাকি ২৫ শতাংশ কিনবে বেসরকারি হাসপাতাল। তারা এমনিতেই চড়া দামে টিকার ডোজ কিনছে। সরকার বলেছে, প্রতি ডোজের জন্য পরিষেবা বাবদ আরও ১৫০টাকা নিতে পারবে। কিন্তু এ তো সরকারি নির্দেশ। সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন উচ্চ হারে ফি আদায় করে চলছে, টিকার ক্ষেত্রেও তেমনি বেসরকারি হাসপাতাল সর্বোচ্চ মুনাফা করতে ইচ্ছা মতো চার্জ বসাতে পারে। জানা গেছে, বেসরকারি হাসপাতালে এই দাম হবে সার্ভিস চার্জ সহ কোভিশিল্ড ৭৮০ টাকা, কোভ্যাক্সিন ১৪১০টাকা, স্পুটনিক ভি ১১৪৫ টাকা। এক দেশ এক আইনের কথা যারা বলেন, তারা মালিকের মুনাফার স্বার্থে কীভাবে নিজেদের নিয়মকে নিজেরাই ভাঙেন, এই ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি হাসপাতালগুলির মধ্যে টিকা কেনার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ৯টি বড় হাসপাতাল। ৫০ শতাংশ টিকা তারা নিজেরাই কিনে নিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে অ্যাপোলো, ম্যাক্স হেলথ কেয়ার, রিলায়েন্সের এইচ এন হসপিটাল ট্রাস্ট, মেডিকা, ফর্টিস, গোদরেজ, মণিপুর হেল, নারায়ণা হৃদয়ালয়, টেকনোলজি ইন্ডিয়া ডামা। এদের দাপটে মাঝারি ও ছোট হাসপাতালগুলি টিকা ক্রয় থেকে পিছু হটছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ ভাবে মোদিজির টিকা-নীতি পুঁজিপতিদের স্বার্থে হলেও বিশেষ ভাবে তা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৮বছর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিতে রাজি হলেও সর্বশেষ খবর হল দেশে ভ্যাকসিনের অভাব রয়েছে ব্যাপক। বরাত দেওয়া ভ্যাকসিনের কোনওটা মিলবে আগস্ট -সেপ্টেম্বরে, কোনটা ডিসেম্বরে। এই হল প্রধানমন্ত্রীর কর্মতৎপরতার আসল চেহারা।

ভাষণ নয়, গালভরা প্রতিশ্রুতি নয়— মানুষ চায় সঠিক সময়ে সঠিক কাজ। এক্ষেত্রে সরকার ডাহা ফেল। দেখা যাচ্ছে, একমাত্র জোরদার আন্দোলনের চাপেই সরকারকে বাধ্য করা যায় দাবি মানতে। শক্তিশালী প্রতিবাদ-আন্দোলনের চাপেই প্রধানমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে। তাই, প্রধানমন্ত্রীকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের প্রতিশ্রুতি সময় মতো পালন করতে হবে, গয়ংগচ্ছ ভাব চলবে না— এই দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন জারি রাখতে হবে। দাবি তুলতে হবে, ১৮ বছরের কমবয়সীদের টিকা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গেলে, তাও দিতে হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

করোনা-ইয়াসে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে এসইউসিআই (সি)

একের পাতার পর

গণকিচেন। যেখানে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ রান্না করা খাবার পাচ্ছেন।

দলের এই উদ্যোগের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ছাত্র ফ্রন্ট (এআইডিএসও), যুব ফ্রন্ট (এআইডিওয়াইও), মহিলা ফ্রন্ট (এআইএমএসএস), শিক্ষক অধ্যাপক ফ্রন্ট এর অসংখ্য কর্মী। জেলায় জেলায় স্থানীয় স্তর পর্যন্ত গঠিত কোভিড কেয়ার কমিটি, কোভিড প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্য কমিটি, সামাজিক

নয়াচর, পূর্ব মেদিনীপুর

সাংস্কৃতিক সংস্থা, মনীষী স্মরণ সংস্থা, সংহতি মঞ্চ ইত্যাদি প্রায় ১৫৬টি সংস্থা এই কাজে যুক্ত হয়েছে। তাতে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এমনই একজন ৩১ বছর বয়সী, কলেজ অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। দুবার যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে করোনা পজিটিভ। তার বৃদ্ধ বাবা-মাও কোভিডে আক্রান্ত। অধ্যাপিকার অবস্থার অবনতি ঘটছে কিন্তু বাবা মাকে একা কোভিড আক্রান্ত রেখে কোথাও যেতে তিনি রাজি হননি। সেই সময় কোন এক সূত্রে এ আই ডি এস ও পরিচালিত টেলি ক্লিনিকের দুটি ফোন নম্বর পেয়েছিলেন। তারপর সেখানে ফোন করে তার অবস্থার কথা বলায় ক্লিনিকের টিম চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয় এবং শুধু এটুকুই নয় অধ্যাপিকাকে এই টিমের পক্ষ থেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় এবং তার অসুস্থ বাবা-মায়ের দেখভালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করা হয়। পরবর্তীতে অধ্যাপিকা সুস্থ হয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানিয়েছেন, 'আমি বাঁচতে চাই আর সারাজীবন আপনাদের পাশে থাকতে চাই'। এমন বহু মানুষ প্রশংসা করে আবেগ ব্যক্ত করেছেন।

অতিমারিতে মানুষকে সাহায্য করার সাথে সাথে সরকারি অবহেলা ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধেও চলছে আন্দোলন। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতির দাবিতে স্বাস্থ্যদপ্তরগুলিতে ডেপুটেশন দেওয়া ও প্রত্যেক দেশবাসীকে বিনামূলে ভ্যাক্সিন দেওয়া, পিএম

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

কেয়ারের পুরো টাকা কোভিড মোকাবিলায় ব্যবহার করা, গ্রামে পঞ্চায়েত ও শহরে ওয়ার্ড স্তরে হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনলাইন স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

কোভিডের এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলী। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর, হলদিয়া উপকূলবর্তী এলাকা এবং উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাথে সাথেই ছুটে গেছেন দলের নেতাকর্মীসহ ছাত্র যুব ভলেন্টিয়াররা। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে তাঁরা সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের সাথে বিভিন্ন জায়গায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে মানব ঢাল তৈরি করে বাঁধ রক্ষা করা ও জল আটকানোর চেষ্টা করেছেন। যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক হাজার বাড়ি জলের তলায় তলিয়ে গেছে। নোনা জল ঢুকে চাষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে ত্রাণশিবিরে বা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে অসংখ্য মানুষ।

ইয়াসের পূর্বাভাস পাওয়া মাত্রই দলের পূর্বতন দুই বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে স্মরণ করিয়ে ছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আয়লা, আমফান পরবর্তীতে নদী বাঁধগুলির সংস্কারের দাবি তোলা হয়েছিল কিন্তু বছরের পর বছর বাঁধ মেরামত না করে বা কোনও রকম ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকারি অবহেলায় এই মানুষগুলোকে অসহায় অবস্থায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। এই অবস্থার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে যেমন আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি দলের বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষে থেকে এইসব সহায় সম্বলহীন মানুষকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণশিবির করে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজও চলছে।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য জানান, স্বাভাবিক ভাবেই দলের এই বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রচার বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলিতে নেই। সাধারণ মানুষ জানেন একটা উন্নত আদর্শকে ভিত্তি করে দলের কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবেই সামাজিক প্রয়োজনে কাজ করে যায়। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন প্রথম পথে নামতে দেখা যায় এই দলকে ঠিক তেমনই করোনা ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত রাজ্যের মানুষ প্রথম দিন থেকেই পাশে পেয়েছে এই দলের নেতা কর্মীদের।

কমরেড ভট্টাচার্য জানান, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, আমরা এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ করে সমুদ্র সংলগ্ন পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণায় যে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য রাজ্যের শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, চাকরিজীবী সহ সমস্ত নাগরিকদের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করছি। সাথে সাথে যে ত্রাণকাজে আমাদের বিভিন্ন ফ্রন্টের কর্মীরা নিয়োজিত আছেন, তাঁদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বিশেষ, করে ছাত্র-যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

এবার খেলার মাঠও বেচে দিচ্ছে বিজেপি সরকার

বেশ কিছু ট্রেন বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পর এবার ক্রীড়া ক্ষেত্রগুলিও বিক্রি করে দিচ্ছে রেল। করোনা অতিমারিতে যখন গোটা দেশ বিধ্বস্ত, তখন এক রকম চুপিসারে রেলের মাঠ ও স্টেডিয়াম বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। হস্তান্তর সংক্রান্ত চিঠি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে। রেল দফতরের নাকি আয় বাড়ানো দরকার। তাই, কলকাতা, পাটনা, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, রায়বেরিলি, লখনউ, গোরক্ষপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, রাঁচি, বেঙ্গালুরু সহ রেলের ১৫টি স্টেডিয়ামকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (আরএলডিএ) হাতে তুলে দিচ্ছে মন্ত্রক। এরপর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবে আরএলডিএ। এই হস্তান্তরের তালিকায় রয়েছে কলকাতার বেহালার রেল স্টেডিয়ামও।

রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হল রেলমন্ত্রকেরই আওতাধীন একটি সংস্থা। দেশ জুড়ে প্রচুর জমি রেলের মালিকানাধীন। যে জমিগুলি তুলে দেওয়া হবে, রেল প্রশাসনের মতে, সেগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, এগুলির কোনওটিই উদ্বৃত্ত কিংবা অব্যবহৃত নয়। তাদের অভিযোগ, যে মাঠগুলি থেকে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদরা উঠে এসেছেন, খেলার জগতের নানা সম্মান দেশকে এনে দিয়েছেন, সেগুলি উন্নতির নামে বাণিজ্যিক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা এগুলি ব্যবহার করে মুনাফা লুটবে। তাছাড়া এই মাঠগুলি রেলকর্মীদের ব্যবহারের জন্য।

রেলে কর্মরত ক্রীড়াবিদদের মতো রেলকর্মীদের সন্তানরাও এই মাঠে খেলাধূলা করে, প্রশিক্ষণ নেয়। বহু ক্রীড়াবিদ এখনও এই মাঠগুলিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছেন। অ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, জিমনাস্টিক্স, ওয়েট লিফটিং, সাঁতার থেকে কুস্তি— সমস্ত ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়ে চলেছেন রেলের ক্রীড়াবিদ কর্মীরা। ফলে এই মাঠগুলি দেশের প্রয়োজনীয় সম্পদ। এগুলি বিক্রি করা যাবে না বলে রেলমন্ত্রীর কাছেও দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

গোটা রেলব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে কোটি কোটি মানুষের ট্যাক্সের টাকায়। এর পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মচারীদের মাইনে, উৎপাদন সমস্ত কিছুই জনগণের টাকায় তৈরি। আজ বিজেপি সরকার সেই রেল ব্যবস্থাকে একটু একটু করে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুনাফার স্বার্থই রক্ষা করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

প্রতিশ্রুতি রাখেনি বিজেপি সরকার ঃ একযোগে ইস্তফা দিলেন মধ্যপ্রদেশের ৩০০০ জুনিয়র ডাক্তার

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের কাছে তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন সংক্রমিত হলে তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে। বাড়াতে হবে স্টাইপেন্ড। দাবি মানেনি সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। প্রতিবাদে ৬ মে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এরপর সরকার প্রতিশ্রুতি দিলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিই সার। সরকার কোনও কার্যকরী ব্যবস্থাই নেয়নি। বাধ্য হয়ে ৩১ মে থেকে জুনিয়র ডাক্তাররা আবার ধর্মঘট শুরু করেন।

এরপরই বেরিয়ে আসে সে রাজ্যের বিজেপি সরকারের হিংস্র চেহারা। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়া হতে থাকে। পাঠানো হয় পুলিশ। ভয় পাননি ডাক্তাররা। কোনও মতেই আন্দোলনের ঐক্য ভাঙতে পারেনি বিজেপি সরকার। আদালতে অভিযোগ দায়ের হয়। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এই ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু মাথা নোয়াননি ডাক্তাররা। ভবিষ্যৎ বাজি রেখে দলে দলে ইস্তফা দিতে থাকেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে রাজ্যের ৬টি মেডিকেল কলেজের প্রায় ৩০০০ জুনিয়র ডাক্তার ইস্তফা দিয়েছেন। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার সহ দেশের প্রগতিশীল চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী সংগঠনগুলি এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে, সংহতি জানিয়েছে। আন্দোলন ভাঙার জন্য মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মিথ্যা প্রচার ও হুমকির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ১০ জুন এক বিবৃতিতে জুনিয়র ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি রাজ্যের বিজেপির সরকারের অন্যায় আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। ডাক্তারদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে এই অতিমারি পরিস্থিতিতে অবিলম্বে তাঁদের কাজে ফেরানোর জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে দল।

মধ্যপ্রদেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থার হাল অত্যন্ত খারাপ। এই কোভিড অতিমারিতে বিপন্ন সময়ে চিকিৎসা খাতে ব্যয় বাড়ানোর বদলে সেখানকার বিজেপি সরকার ২০২০-'২১-এর স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ ১২ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার বদলে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এমনকি ডাক্তারদের পর্যন্ত তিন মাস, এমনকি তারও কম সময়ের জন্য ঠিকায় নিয়োগ করছে সে রাজ্যের সরকার। শুধু তাই নয়, স্থায়ী চাকরির দাবিতে করোনা-যোদ্ধা চিকিৎসাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখালে তাঁদের ওপর নির্মম লাঠিচার্জ করেছে বিজেপি সরকারের পুলিশ। গত ছ'মাস ধরে জুনিয়র ডাক্তাররা বার বার তাঁদের দাবি সরকারের কাছে জানিয়ে আসা সত্ত্বেও তারা কর্ণপাত করেনি। এই অবস্থায় ধর্মঘটের পথে যাওয়া ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও নাকি কোভিড-যোদ্ধা ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানোর নামে, প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের মানুষকে হাততালি দিতে বলেছিলেন। তাঁর নির্দেশে হাসপাতালগুলিতে হেলিকপ্টার থেকে ফুল ছড়ানো হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি বিজেপি সরকারের আচরণ স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে যে এ সমস্তই ছিল লোক দেখানো চমক। এতদিন পরেও বিজেপি শাসিত একটি রাজ্যে কোভিড যোদ্ধাদের নিজেদের ও পরিবারের জন্য বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার জন্য দাবি তুলতে হচ্ছে। এ তো তাঁদের ন্যায্য পাওনা! এর জন্য তাঁদের দাবি জানতে হবে কেন? ধর্মঘট করতে হবে কেন? আসলে, কেন্দ্র বা রাজ্য, সবক্ষেত্রেই বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতিই সার। সরকারের এই ভাঁওতার বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবিতে লড়ছেন মধ্যপ্রদেশের জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে দেশের সমস্ত বিবেকবান, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সংহতি জানানো কর্তব্য।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য, এ আই ইউ টি ইউ সি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণাংশু সরকার ২৯ মে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি করোনা এবং তার পরবর্তী শারীরিক জটিলতা নিয়ে ওই হাসপাতাআল ভর্তি ছিলেন।

জন্মসূত্রে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে নদীয়া জেলায়। পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। নদীয়াতেই তিনি দলের ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু আশির দশকের শুরুতে কর্মসংস্থানের তাগিদে অবিভক্ত বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে চলে যান। সেখানে তাঁর দাদারা কর্মসূত্রে থাকতেন। চিত্তরঞ্জনেই সক্রিয়ভাবে দলের কাজ তিনি শুরু করেন । তাঁর মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। বিভিন্ন কারণে কিছুদিন পরেই তিনি দাদাদের আশ্রয় ত্যাগ করে একাই একটি ঝুপড়িতে থাকতে শুরু করেন। সে সময় রাস্তায় রাস্তায় কখনও বাদাম, কখনো শশা বিক্রি করে তাঁর দিন চলত। তৎকালীন সময়ে রাজ্য জুড়ে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে আন্দোলন চলছে। ১৯৮৩ সালে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য শুনে তিনি ওখানে উপস্থিত এসইউসিআই(সি) নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং দলের সাথে আবার তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার অনুশীলন তিনি গভীরভাবে শুরু করেন। কমরেড প্রণবেশ দত্ত তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকেই তিনি দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাজের প্রতি তাঁর আবেগ ও নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে ভাবতে শুরু করেন এবং সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এর কিছুদিন পর নেতৃত্বের নির্দেশে এক কথায় দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে তিনি বর্ধমানে চলে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই স্কুলে থেকেছেন এবং প্রায় একক উদ্যোগেই এই স্কুলের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যেখানেই দৃষ্টিহীন ছাত্রের সন্ধান পেয়েছেন তিনি সেখানেই ছুটে গেছেন। এই স্কুলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজে দৃষ্টিমান হয়েও দৃষ্টিহীনদের প্রতি যে মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, তা সকলের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে স্কুলের আবাসিক ছাত্র, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীরা অভিভাবকহীন হওয়ার শোক অনুভব করছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষিত ও যথার্থ অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ছিল।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। বিশেষ করে মোটরভ্যান চালক, আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী ও বিড়ি শ্রমিকদের নানা আন্দোলন সংগঠিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার ধারাবাহিকতাতেই পরবর্তীকালে দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। শোষিত শ্রমিকদের ব্যথা বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করতেন বলেই তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে তাদের আন্দোলনের একজন শরিক হতে পেরেছিলেন। সেজন্যই নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকদের কাছে তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন। তাই তাঁর মৃত্যুতে তাঁরাও স্বজন হারানোর ব্যথা অনুভব করছেন।

কমরেড অরুণাংশু সরকারকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং হাসিমুখে ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছেন, কখনও আপত্তি করেননি। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই তিনি দলের অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। প্রখর শ্রেণি চেতনাকে ভিত্তি করেই গরিব মানুষদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। তিনি সুবক্তা ছিলেন না কিন্তু 'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি'— এই বোধ তাঁর আচার-আচরণ-সংস্কৃতিতে এমনভাবে ফুটে বেরোত, যা অন্যদের স্পর্শ করে যেত। অত্যন্ত সহজ সরল জীবনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন এবং বাস্তবিক অর্থেই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও চাহিদা তাঁর কোনও দিনই ছিল না। তিনি যাঁদের সাথে মিশতেন তাঁদের ওপর গভীর ছাপ ফেলতে পারতেন এবং সকলের কাছেই দলের চিন্তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। সে কারণেই অবিভক্ত বর্ধমান জেলা ও পরে পূর্ব বর্ধমান জেলায় তিনি বহু কর্মীকে দলের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর অসম্ভব ধৈর্য ও নিষ্ঠা ছিল। তাই তিনি বহু কষ্টকর কাজও অনায়াসে এবং হাসিমুখে করতে পারতেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে শ্রমজীবী মানুষ হারালো তাঁদের একান্ত আপন জনকে। দল হারালো বিপ্লবের একজন বলিষ্ঠ সৈনিক ও দক্ষ সংগঠককে।

কমরেড অরুণাংশু সরকার লাল সেলাম

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের মত প্রকাশের উপর আঘাত হানছে বিজেপি সরকার

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কর্মী ও প্রশিক্ষণ মন্ত্রক এক নির্দেশে জানিয়েছে, অবসরের পরও সরকারি কর্মচারীদের বই কিংবা পত্রপত্রিকায় কোনও লেখা বা মতামত দিতে গেলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কর্তাদের অনুমতি নিতে হবে। বলা হয়েছে, নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করেন বা করেছেন যাঁরা, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা চাইলেই লিখতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি অনুমতি দেয়, তবেই তাঁরা লিখতে বা মতামত দিতে পারবেন।

নির্দেশনামা জারি করতে গিয়ে সরকার দেশের নিরাপত্তার কথা বললেও কিছু প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রাক্তন সেনাকর্তা ও গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরা পর্যন্ত প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' অনুসারে বাইরে কী কথা বলা যায় না, বর্ষীয়ান অফিসাররা তা এমনিতেই জানেন। এর অন্যথা বিশেষ ঘটেছে বলে শোনাও যায়নি। তা সত্ত্বেও পেনশন আইনে এই বদল আনতে হল কেন?

পেনশন আইনে এই সংশোধনী কি দেশের মানুষের জন্য সত্যিই জরুরি হয়ে পড়েছিল, নাকি কিছুদিন ধরেই সরকারের জনবিরোধী নানা পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রাক্তন আমলা মুখ খুলছিলেন বলেই এই সতর্কতা? সেজন্যই কি তাঁদের মুখ বন্ধ করার জন্য সরকারি নির্দেশ চাপিয়ে সরাসরি পেনশন বন্ধ করার হুমকি?

অনেকেরই স্মরণে রয়েছে, গত ২০ মে ১১৬ জন প্রাক্তন আমলা (এঁদের মধ্যে প্রতিরক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের পদাধিকারীরা রয়েছেন) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। তাতে তাঁরা করোনা মোকাবিলা এবং সরকারের অন্যান্য কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা দেশের সকল নাগরিককে বিনামূল্যে ভ্যাক্সিন দেওয়া এবং করোনা পরীক্ষার জন্য গ্রাম ও শহরে বাধ্যতামূলক আরটিপিসিআর পরীক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও পি এম কেয়ার ফান্ড করার দরকার হল কেন? পিএম কেয়ারের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়েও জানতে চেয়েছেন। সেন্ট্রাল ভিস্টার পিছনে বিপুল ব্যয় বন্ধ করা এবং রোজগারহীন প্রত্যেক পরিবারকে মাসে ৭ হাজার টাকা দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে এই চিঠিতে। স্বাভাবিকভাবেই চিঠির প্রশ্নগুলি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। তার উপর অবসর গ্রহণের পরে সরকারের নানা কাজের সমালোচনা করে বহু সরকারি কর্তা সংবাদমাধ্যমে যে মতামত দিচ্ছেন, তা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের কানে আদৌ মধুবর্ষণ করছে না! প্রাক্তন আইএএস হর্ষ মান্দার, জহর সরকার, প্রাক্তন আইপিএস জুলিও রিবোইরো সরকারের নানা অনৈতিক কাজকর্মের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রাক্তন আইপিএস এবং মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রিবোইরো সহ ৯ জন আমলা দিল্লি গণহত্যা নিয়ে দিল্লি পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রিবেইরো প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর এবং প্রবেশ ভার্মা যারা ক্রমাগত ধর্মীয় উস্কানিমূলক বার্তা ছড়িয়েছে দিল্লি গণহত্যার সময়, তাদের বিচার হচ্ছে না কেন? শান্তিপূর্ণভাবে সিএএ-র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মুসলিম মহিলাদের ধরে ধরে গারদে পোরা হচ্ছে কেন? এক্ষেত্রে হর্ষ মান্দার ও অপূর্বানন্দের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলা দাখিল পুলিশের পরিকল্পিত ছক বলে মন্তব্য করেন তিনি। রিবেইরো দিল্লি পুলিশ প্রধান শ্রীবাস্তবকে চিঠি লিখে এই গণহত্যার তদন্ত জাত-পাত ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং নিরপেক্ষ করার দাবি জানান। নাগরিকত্ব হরণকারী সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের 'উচিত শিক্ষা দিতে' বিজেপি সরকার এটা পরিকল্পনামাফিক করেছে এবং গণহত্যায় জড়িতরা শাসক দলের মদতপুষ্ট বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। পাল্টা সরকার ঘনিষ্ঠ আমলারা 'পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে দেওয়া হোক' এবং দেশের সংহতি নিয়ে কারও প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই বলে সোচ্চার হন। পুলিশের আর এক প্রাক্তন কর্তা দিল্লি গণহত্যার তদন্তকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেন। এই গণহত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগে জেএনইউ-এর ছাত্র উমর খালিদের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বিচারপতি এম বি লোকুর বলেন, 'সমালোচনা বন্ধ করতে দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দিচ্ছে সরকার।' (দ্য প্রিন্ট -২০.৯.২০)

২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার সময় কীভাবে তিন হাজার সেনাকে দু'দিন বসিয়ে রেখে শত শত মানুষের হত্যালীলা চালাতে দিয়েছিল মোদি সরকার, তা উঠে এসেছে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জমিরউদ্দিন শাহের লেখায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি যেদিন সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ শুরু হয়, তৎক্ষণাৎ জমিরউদ্দিন শাহ গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে দেখা করে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানান। কিন্তু পরিবহণের সমস্যার কারণে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারছে না এই অজুহাত দিয়ে কার্যত গণহত্যা চলতে দেওয়া হয়। ২ মার্চ যখন সেনাবাহিনী পৌঁছয়, তখন যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমেদাবাদ শহরের চারিদিক অগ্নিদগ্ধ, হাজার হাজার মানুষ আহত, মারা গেছেন কয়েকশো মানুষ। সর্বোপরি মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবেশীদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। শাহ তাঁর লেখা 'দ্য সরকারি মুসলমান' বইয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে বিজেপি বিধায়করা থানায় বসে থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে গণহত্যা কবলিত এলাকায় কারফিউ জারি না করে সংখ্যালঘু মানুষদের উপর পাশবিক আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।

গুজরাটের পুলিশ প্রধান সঞ্জীব ভাটের তৎপরতা ও সাহসী ভূমিকার কারণে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার কথা দেশ জানতে পারে। এর জন্য সঞ্জীব ভাটকে চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে তাঁকে। ড্রাগ পাচার সব নানা অসামাজিক কাজকর্মে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ নির্মাণের অজুহাতে তাঁর বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপর প্রবল প্রশাসনিক-সামাজিক-মানসিক চাপ তৈরি করা হয়েছে। এভাবে একের পর এক পুলিশ প্রধান, সেনাবাহিনীর প্রধান, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের বিজেপি নেতা-মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খোলা, নানা পত্রপত্রিকায় লেখা ও বই প্রকাশে সরকার ভয় পেয়েছে কি?

যুগে যুগে অত্যাচারী শাসকরা যে কোনও রকম বিরোধিতা, বিপক্ষের কণ্ঠরোধ করেছে, চেয়েছে অন্ধ আনুগত্য। অনুগত না হলেই বিরোধী তকমা দিয়েছে। বিন্দুমাত্র সমালোচনারও কণ্ঠরোধ করেছে। সামাজিকভাবে কিংবা প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে নিষ্পেষণ তীব্র করেছে। বর্তমানের অবক্ষয়িত এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা নিজেকে বাঁচানোর জন্য আশ্রয় করছে সরকারি দমন-যন্ত্রের উপর। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের আমলারা, যাঁরা একসময় সরকারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, দমন-যন্ত্রের অঙ্গ ছিলেন, আজ তাঁদের উপরও সিডিশনের খড়্গ নেমে আসছে। ক্ষমতায় আসীন বিজেপি প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের দিকেই হাঁটছে। সরকারের এই ঘৃণ্য আচরণের তীব্র প্রতিবাদ দরকার দেশ জুড়ে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কঙ্কনদিঘি এলাকায় দলের প্রবীণ সদস্য, প্রাক্তন লোকাল সম্পাদক কমরেড সুবল সরদার ১৭ মে রাতে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি বহু বছর রোগাক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সংগঠন গড়ে তোলার প্রথম দিকে অত্যন্ত কঠিন সময়ে কঙ্কনদিঘি অঞ্চলে যাঁরা দল প্রতিষ্ঠার জন্য কষ্টসাধ্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রয়াত কমরেড সুবল সরদার ছিলেন অন্যতম। সে সময় জোতদারদের বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে তাঁরা ওই অঞ্চলে দলের জমি তৈরি করেন। প্রয়াত পলিটবুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখের সাহচর্যে তিনি উন্নত চরিত্র অর্জনে প্রয়াসী ছিলেন। কঙ্কনদিঘি দ্বীপের হতদরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত আদিবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কঠিন কাজটি করার পথে প্রয়াত নেতা কমরেড ইয়াকুব পৈলান রেণুপদ হালদারদের তত্ত্বাবধানে দলকে শক্তিশালী জনভিত্তিতে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তাঁর সততা, সরলতা, দরদি মন, আদর্শনিষ্ঠা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি জনগণকে আকৃষ্ট করত। এই পথে তিনি জননেতায় পর্যবসিত হন। তিনি এলাকার ও আশেপাশের বহু জায়গায় চাষি-মজুরের দাবি আদায়ে বলিষ্ঠ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। একের পর এক দাবি আদায় হয়। শারীরিকভাবে যতদিন সক্ষম ছিলেন পার্টির প্রতিটি আন্দোলন, কর্মসূচি, রাজনৈতিক ক্লাস, শিক্ষাশিবির সফল করার জন্য অনুপ্রেরণাময় ভূমিকা নিতেন। তিনি বইপত্র পড়া, রাজনৈতিক চর্চাতেও আগ্রহী ছিলেন। পরিবারের দারিদ্র তাঁর রাজনৈতিক কাজে বাধা হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রয়াত কমরেডের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, বিশ্বনাথ সরদার, রেণুপদ হালদার, উত্তম হালদার তাঁর বাড়িতে যান। দলের পলিটবুরো সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে, স্থানীয় দলের ও গণসংগঠনের বিভিন্ন কমিটির পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কমরেড সুবল সরদার লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড সুফল বাউরী মাত্র কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর গত ৬ জুন সকাল দশটার সময় দইকেয়ারি গ্রামে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

ষাটের দশকে কমরেড বাউরী কাশীপুর রাজার বেনাম জমি দখল আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নেন এবং ক্রমে এস ইউ সি আই (সি)-র কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এই আন্দোলনের নেতা ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড কেনারাম মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে কমরেড সুফল বাউরী সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন ও দলের কাজ শুরু করেন। ক্রমে তিনি ওই এলাকার মানুষের অত্যন্ত আপনার জন হয়ে ওঠেন। জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে গড়ে ওঠা বহু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মনের মানুষ। সংসারের প্রবল দুঃখ-দারিদ্র সত্ত্বেও দলের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দলের আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা ও নেতৃত্বের প্রতি ছিল আনুগত্য। তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনকে দলের সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারালো।

কমরেড সুফল বাউরী লাল সেলাম

প্যারি কমিউনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে

(আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ১৮৭১ সাল ছিল প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উত্তাল দিন। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। কমিউন গুণগতভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমেই কমিউন আমলাতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। ভাড়াটে সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। কর্মচারী অফিসারদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়, যা একজন দক্ষ কর্মচারীর মোটামুটি সমান। আট ঘন্টা শ্রমসময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম কমিশন গঠিত হয়। যে সব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল, তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেকার শ্রমিকদের কাজ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অফিসার, সেনা-অফিসার, বিচারপতি সকলকে নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিক্ষা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এই প্রথম কমিউন রাজত্বে শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

কিন্তু নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দু'মাস দশদিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে শ্রমিক অভ্যুত্থানকে পর্যুদস্ত করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে জুন, জুলাই, আগস্ট মাসে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কার্ল মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায় যে, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের ইতিহাস জানা সকল মার্কসবাদীর অবশ্য কর্তব্য। ২০১১ সালে গণদাবীতে প্যারি কমিউনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিক ভাবে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটিকে আরও কিছুটা সংযোজন এবং সম্পাদিত আকারে ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

''মেহনতি জনগণের প্যারি কমিউন সর্বকালের এক নতুন সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অগ্রদূত হিসেবে উদযাপিত হবে। কমিউনের শহিদদের মেহনতি জনগণ তাদের মহান হৃদয়ে সযত্নে স্থান দিয়েছে। ইতিহাস, ইতিমধ্যেই কমিউন ধ্বংসকারীদের শূলদণ্ডে বিদ্ধ করেছে। ধর্মযাজকদের হাজার প্রার্থনাও সেই শূলযন্ত্রণা উপশমে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না।''

— কার্ল মার্কস। ৩০শে মে, ১৮৭১

৮ই আগস্ট, ১৮৭১। প্যারি শহরের একটি বিরাট হলে শুরু হয় এক ঐতিহাসিক বিচার। আসামী কমিউনবিরোধী শক্তির হাতে সংগ্রামে পরাস্ত কয়েকজন বন্দী, বিচারক কমিউনবিরোধী সরকারের কমিশনার্স অব পারডন।

তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের উত্তরে অন্যতম আসামী চর্মশ্রমিক ত্রিঙ্ক ঘোষণা করেন ঃ ''আমার সহকর্মীরা আমাকে কমিউনের সদস্য নির্বাচিত করেছিল। কমিউনকে রক্ষা করার জন্য আমি ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। আমি সেখানে লড়তে লড়তে মারা যাইনি বলে আজ দুঃখ অনুভব করছি। আমি একজন বিপ্লবী, জনসমক্ষে এটা ঘোষণা করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।'' যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি।

বিচারের অন্যতম আসামী ফিয়েরে অভিযোগের উত্তরে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনালেন। ফিয়েরের জ্বালাময়ী সত্যভাষণে চেয়ারম্যান ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ফিয়েরে কমিউনের সদস্য হিসেবে তাঁর কৃতকর্মের জন্য গৌরব প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন ঃ ''বিজয়ীদের হাতে আমি বন্দি। তারা আমার মুণ্ডু চায়। মাথা তারা কেটে নিক। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি কাপুরুষতার পরিচয় দেব না। স্বাধীন মানুষের মতো আমি বেঁচেছি। তার চেয়ে নিচুস্তরে নেমে আমি মরতে পারব না। একটা কথাই আমার বলার আছে, তা হল, কেউ জানে না ভবিষ্যতে কী ঘটবে। আমার স্মৃতি এবং আমার অন্তরের পবিত্র বিদ্বেষের মর্যাদা রক্ষার ভার আমি ভবিষ্যতের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।'' ফিয়েরের শিরশ্ছেদ করতে ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

অপর একটি বিচার সভা। অভিযুক্ত শিক্ষিকা লুই মিশেল। রাষ্ট্রের অভিযোগের উত্তরে তাঁর শাণিত কণ্ঠে ঘোষিত হয় ঃ

''সমাজবিপ্লবের জন্য আমি নিবেদিতপ্রাণ। আমি যা করেছি তার দায়িত্ব আমার। আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, আমি সামরিক জেনারেলদের হত্যা করেছি। এর উত্তরে আমি বলব, হ্যাঁ। সরকারি কমিশন ঠিকই বলেছে। যারই হৃদয় স্বাধীনতার আকুতিতে স্পন্দিত, তারই অধিকার আছে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার। সে ক্ষেত্রে আমার অধিকারটুকুই আমি দাবি করেছি। আপনাদের বিচারে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেলে, আমি প্রতিশোধের দাবি তুলবই। কমিশন অব পারডন বিচারের নামে আমার যে সংগ্রামী ভাইদের প্রতিহিংসাবশত হত্যা করেছে, আমি তার নিন্দা করব। আপনারা যদি ভয় না পেয়ে থাকেন, তবে আমাকে হত্যা করুন।'' মিশেলকে অবশ্য ওরা হত্যা করেনি। তবে বহু অভিযুক্ত আসামীর সঙ্গে নিউক্যালেডোনিয়াতে নির্বাসনে পাঠিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ন্যায় ও সাম্যের জন্য যারা লড়ছে, তাদের আসামী সাজিয়েছে যে বিচারালয় তার বিচারকে প্রহসন বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। এই প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারি কমিউনের কয়েকজন সদস্যের বিচারের জন্য, প্রতিক্রিয়াশীল ভার্সাই সরকারের উদ্যোগে। এই প্রহসনে কমিউনের বীর নেতৃত্বের কয়েকজনের উপরোক্ত জবানবন্দী সর্বকালের সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের পাথেয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক এই প্যারি কমিউন। যথার্থ শ্রমিক-মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে না পারলেও প্যারি কমিউন সংগ্রামী মেহনতি মানুষের মনে বিপুল আশা সৃষ্টি করেছিল। যুগ যুগ ধরে শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে জগতে পৌঁছনোর জন্য শুধু স্বপ্নই দেখেছিল, যে জগত ছিল শুধু তার কল্পনার মধ্যেই, ১৮৭১-এ ৭২ দিনের জন্য প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণি সেই জগতটাকে বাস্তব করে তুলেছিল। আজ বিশ্বজুড়ে যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগীত' গাওয়া হয় তা-ও প্যারি কমিউনের লড়াকু শ্রমিকের লেখা। কমিউনার্ডরা এই গান গাইতে গাইতে সেদিন বধ্যভূমিতে প্রাণ দিতে গিয়েছিল।

কমিউন ধ্বংস হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিক্রিয়ার হাতে, কিন্তু তার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। সমাজবিপ্লবের শিক্ষায় মেহনতি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলেছে। পরবর্তীকালের সফল শ্রমিক বিপ্লবে প্যারি কমিউনের অবদান বিরাট। তা বিশ্বজুড়ে শ্রমিক বিপ্লবকে এক ঐতিহাসিক পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। শ্রমিক শ্রেণির সামনে এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিল। মার্কস শ্রমিক শ্রেণির এই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে শত শত কর্মসূচি ও আলোচনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এক কার্যকর পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্যারি কমিউনকে কমিউনার্ডদের 'স্বর্গ অধিকারের অসমসাহসিক অভিযান' বলে বর্ণনা করেছেন। লেনিন বলেছেন, সামাজিক বিপ্লবের প্রেরণা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শ্রমজীবী মানুষের পরিপূর্ণ বন্ধনমুক্তির প্রেরণাই কমিউনের কারণ। এই চেতনার দিক থেকে দেখলে কমিউনের মৃত্যু নেই।

পটভূমি

প্যারি কমিউনের আলোচনা প্রসঙ্গে ফরাসি দেশের সমকালীন জটিল অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশের কিছুটা আলোচনা হওয়া দরকার। মার্কস বস্তুত সেই সময়ের ঘটনাবলির প্রায় দিনলিপি ধরে ধরে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে যেটা তিনি প্রমাণ করেছেন তা হল, তিনি শ্রেণিসংগ্রামের যে তত্ত্বের কথা বলেছেন সেটা সত্য। ইতিহাস যে নিছক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় না, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসও যে নৈর্ব্যক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেই নিয়ম হল, অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা শ্রেণিসংগ্রামের নিয়ম— এটা তিনি শুধু বলেননি, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। সভ্যতার বিকাশে মার্কসের বহু অবদানের মধ্যে এই চিন্তাটি অন্যতম অবদান।

সেদিন পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ বিপ্লবের টানাপোড়েনে সবচেয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, সে হল ফরাসি দেশ। ফরাসি বুর্জোয়ারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানোর সাথে সাথে সামন্ততন্ত্রের সকল অবশেষকে এক ধাক্কায় খতম করতে পারেনি, সকল বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে তখনও শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বও মেটাতে পারেনি। বার বারই বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য নিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণিও সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংহত করেছে। নিজেদের দাবিগুলি তুলে ধরেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সংগ্রামের এই টানাপোড়েনের মধ্যে নানা ধরনের শ্রমিক সংগ্রামের তত্ত্ব এসেছে, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে লড়তেই ব্ল্যাঙ্কি, প্রুঁধোর ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরা আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১৭৭৯ সালে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে। বিপ্লবের আদর্শগত নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াদের হাতে কিন্তু সেই আদর্শের বাস্তবায়নে বাহুবল জুগিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি। নিপীড়িত নারীরা এই সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবের প্রয়োজনেই বুর্জোয়ারা জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জনতা সশস্ত্রভাবে নাক গলানোর ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বুর্জোয়াদের পক্ষে এটা ছিল অশনি সঙ্কেত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বুর্জোয়ারা বিপ্লবের পথে এগোতে রাজি ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় বিত্তবানদেরই ছিল আধিপত্য আর এগোলে এই আধিপত্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা বারনাভ ১৭৯১তেই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, ''আমরা কি বিপ্লব সাঙ্গ করব, না আবার বিপ্লব আরম্ভ করব? স্বাধীনতার পথে আর এক পা এগোলে রাজতন্ত্রের বিনাশ হবে। সাম্যের পথে আর এক পা গেলে সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটবে।'' অথচ সশস্ত্র জনতা, যার মধ্যে মেহনতি মানুষই বেশি, তারা চাইছিল বিপ্লব আরও এগোক। যারাই পিছতে চাইছিল তাদেরই পতন ঘটছিল। এই ধারাতেই বিপ্লবের নেতা দাঁতো ও মারা-র মৃত্যু ঘটে। বুর্জোয়ারা তখনও রাষ্ট্রকে সংহত করতে পারেনি।

এরপর ১৮০০ সালে আততায়ীর মতো ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অতর্কিতে আঘাত হানেন বিপ্লবের মর্মমূলে। জবরদস্তি ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কায়েম করেন বুর্জোয়া স্বৈরাচারী (ডেসপটিজম) রাজতন্ত্র। তাঁর 'কোড নেপোলিয়নে' প্রজাতন্ত্রের কিছু দাবি মানা হলেও মৃত্যু হয় প্রথম ফরাসি প্রজাতন্ত্রের। ১৮১৫ তে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ঘটার পর ফ্রান্সে পুরাতন সামন্তী ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ক্ষমতায় বসানো হয় পুরনো বুরবোঁ রাজবংশের অষ্টাদশ লুইকে। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন তাঁর ভাই দশম চার্লস। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে সাময়িকভাবে মন্থর করা গেলেও তার গতিমুখকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বাতিল সমাজব্যবস্থাকেও আর ফিরিয়ে আনা যায় না। (ক্রমশ)

৫ জুন দেশ জুড়ে ‘কৃষি বাঁচাও কর্পোরেট হটাও’ দিবস পালিত

সিংঘু বর্ডার, দিল্লি

দিল্লি

ত্রিপুরা

বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ তমলুক কৃষি আইন-২০২০ বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে লাগাতার আন্দোলন চলছে। দিল্লিতে দীর্ঘ সাত মাস ধরে ধরনা চলছে। এই আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করতে ৫ জুন অল ইন্ডিয়া কিসান মজদুর সংগঠন দেশজুড়ে কৃষি বাঁচাও কর্পোরেট হটাও দিবস পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, অফ লাইন এবং অন লাইনে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে। এ দিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তমলুকে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে, নোনাকুড়ি বাজার, এগরা, ময়না এবং রাধাবল্লভপুর সহ জেলা জুড়ে কৃষকরা কৃষি আইনের প্রতিলিপি পোড়ান। প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন এ আইকেকে এম এস-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম নেতা কমরেড প্রবীর প্রধান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সামসাদ খান, রঞ্জিত পড়িয়া প্রমুখ।

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

নদিয়া ঃ ৫ জুন নদীয়া জেলায় কৃষক সংহতি মঞ্চ কৃষ্ণনগর শাখার পক্ষ থেকে কৃষি বাঁচাও কর্পোরেট হটাও দিবসে শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে নয়া কৃষি আইনের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সংহতি মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক জয়দীপ চৌধুরী এবং প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন শেষাদ্রী রায়।

৫ জুন বারুইপাড়া লোকাল কমিটির উদ্যোগে সকালে কদমতলা বাজারে ও বিকালে বারুইপাড়া বাজারে কৃষি বাঁচাও কর্পোরেট হটাও দিবস পালন করা হয়। কৃষি আইন চালুর মধ্য দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অবাধ কালোবাজারি ও মজুতদারি করার পূর্ণ স্বাধীনতা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। অথচ মোদি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষকদের দাবি উপেক্ষা করছে। দীর্ঘ সাত মাস ধরে চলা এই কৃষক আন্দোলনে ইতি মধ্যেই ৪৫০ জন কৃষক শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আতিকুর রহমান।

বারুইপাড়া, নদিয়া

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

সাগরে ত্রাণ বন্টন সিপিডিআরএসের

৭ জুন সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তরফ থেকে সাগরদ্বীপের সুমতি নগর এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় তরুণ সংঘ ক্লাব এই সমস্ত উদ্যোগে সাহায্য করে। ১৭০ জনকে তিন কেজি চিড়ে, ৫০০ গ্রাম বাতাসা, ৪০০ গ্রাম বিস্কুট, ২০০ গ্রাম গুঁড়ো দুধ ও একটি করে সাবান দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে স্থানীয় উদ্যোগী যুবক যুবতীদের নিয়ে সিপিডিআরএস সাগর ব্লক কনভেনিং ইউনিট গঠন করা হয়।

মেডিকেল ক্যাম্প ঃ ত্রাণ বিতরণ ছাড়াও জেলা কমিটির সহ সভাপতি এবং সাগর ব্লকের বিএমওএইচ ডাক্তার পুলকেন্দু ঘোষের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালিত হয়। সেখানে অনেক দুঃস্থ মানুষের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। মেডিকেল ক্যাম্পে র‍্যাপিড করোনা টেস্ট করা হয়। সংক্রমণের লক্ষণ যুক্ত কয়েকজন করোনা আক্রান্ত মানুষ সেখান থেকে পাওয়া যায় এবং তাদের সেফ হোমের ব্যবস্থা করা হয়। জেলা কমিটির সহ সম্পাদক তমাল মণ্ডলেরনেতৃত্বে ত্রাণ কার্য পরিচালিত হয়।

বিরসা মুণ্ডা স্মরণ দিবস পালন

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বিরসা মুণ্ডার ১২২তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল কেশিয়াড়িতে। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ৯ জুন কেশিয়াড়ি বাসস্ট্যান্ডে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে দিনটি পালিত হয়। বিরসা মুণ্ডার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এক মিনিট নীরবতা পালন হয়।

জল জমি জঙ্গলের অধিকার নিয়ে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয় ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ব্লক সম্পাদক সাহেবরাম মাণ্ডি, নারায়ণ শাসমল, শম্ভু গুড়িয়া, ঝাড়েশ্বর রাউত, রবিশঙ্কর রাউল, ফটিক বেরা সহ আরও অনেকে।

এদিন কেশিয়াড়ি ব্লকের কানপুর বিরসা মুণ্ডা স্মৃতি শিক্ষা নিকেতন ও কথাবলা মনোযোগ পঠন পাঠন কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও বিরসা মুণ্ডার ১২২তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

দিনহাটায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা, ডেপুটেশন এআইডিএসও-র

৯ জুন এআইডিএসও কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দিনহাটার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বর্ণালী বর্মনের আত্মহত্যার প্রতিবাদে কোচবিহার ডিএম-এর মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডি এস ওর পক্ষথেকে দাবি করা হয় যে গত পরশুদিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত জানানোর পরে ডিএস ও-র তরফ থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলযে , সরকারের এই দিশাহীন দোদুল্যমান সিদ্ধান্তের ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রী হতাশাগ্রস্ত হবেন। দিনহাটায় ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সরকারি এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তেরই ফল। তাই অবিলম্বে বর্ণালী বর্মনের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রুপালী সরকার, সুচিত্রা বর্মন, বাসেদ আলী, রবীন্দ্র সরকার, চন্দন ভুঁইমালি প্রমুখ।

ইয়াস বিধ্বস্ত মানুষের পাশে বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি

সুন্দরবনের মাতলা নদীর তীর ঘেঁষা ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের ভাসামৌজার প্রায় সব গ্রাম ২৬ মে-র প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গিয়েছিল। জল আটকে আছে এখনও। মিঠে জল বলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর, খাল, সবজি খেত সবই জলের তলায়। সাপ, ব্যাঙ, গাছপালা ডুবে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাই এলাকাকে দূষণ মুক্ত করতে কমিটির পক্ষ থেকে ৭ জুন উক্ত এলাকার তিন শতাধিক পরিবারের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ চুন, ব্লিচিং, সাবান তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের কথা ভেবে দেড়শো পরিবারের হাতে গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হয়।

অতিমারির মধ্যেও কর্ণাটকে বিজেপি সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়াল

সম্প্রতি বিজেপি পরিচালিত কর্ণাটক সরকার বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৩০ পয়সা বাড়াল। বৃদ্ধি গড়ে ৩.৮৪ শতাংশ। এই দামবৃদ্ধি কার্যকর হবে দু'মাস আগে, এপ্রিল থেকে।

এসইউসিআই(সি) কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, বর্তমানে যখন মানুষের কাজ নেই, বেকারত্ব তীব্র, অর্থনীতি বিপর্যস্ত, যখন মানুষকে আর্থিক ত্রাণ দেওয়া জরুরি— ঠিক সেই সময় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের উপর নির্মম আঘাত হানল। তিনি এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শিশু নির্যাতন জোড়াসাঁকো থানায় ডেপুটেশন

কলকাতার বউবাজার থানার ১ নম্বর হরিণবাড়ি লেনে তিন বছরের এক শিশু ২২ বছরের এক মদ্যপ যুবকের যৌন লালসার শিকার হয়। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে ৮ জুন বউবাজার থানায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-র জোড়াসাঁকো লোকাল কমিটির সম্পাদিকা জয়ন্তী ঘাঁটার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। তিনি থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে দাবি করেন এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধী যাতে কোনওভাবে ছাড়া না পায়। তাকে যেন কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি সাজা দেওয়া হয়।

পাশাপাশি মদের দোকান বন্ধের জন্য প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন।

কোলাঘাটে রূপনারায়ণের নদীবাঁধে গার্ড ওয়াল নির্মাণের দাবিতে কেন্দ্রীয় দলকে স্মারকলিপি

কোলাঘাটে রূপনারায়ণের নদীবাঁধ উঁচু করে নির্মাণ, নদীর দিকে বোল্ডার পিচিং ও গার্ডওয়াল দেওয়ার দাবি জানিয়ে ৯ জুন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন-খরা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ইয়াস পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য সাত সদস্যের যে কেন্দ্রীয় টিম এসেছে, সেই টিমের লিডার এস কে শাহিকে হোয়াটসঅ্যাপে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। ওই স্মারকলিপির কপি রাজ্যের সেচমন্ত্রী এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসককেও দেওয়া হয়েছে।

কমিটির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, গত ২৬ মে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের দরুণ কোলাঘাট শহর সংলগ্ন সাহাপুর-দেনান-কোলা-বাড়বড়িশা-পাইকপাড়ী প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়েছিল। শুধু ইয়াস পরবর্তী পরিস্থিতিতে জলোচ্ছ্বাস নয়, ফি বছর কোলাঘাট শহর এলাকায় পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভরা কোটালে ওইরূপ জলোচ্ছ্বাস ঘটে। এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে ধ্বস নামে।

নারায়ণবাবুর দাবি, কোলাঘাটে রূপনারায়ণের উল্টো দিকে হাওড়া জেলা লাগোয়া এক বিশাল চর সৃষ্টি হওয়ার কারণে এই ধরনের বিপত্তি ঘটছে প্রতি বছর। সেজন্য কোলাঘাটের দেনান থেকে লক্ষ্মী ভবন পর্যন্ত নদীবাঁধ উঁচু করে নির্মাণ ও নদীর দিকে বোল্ডার পিচিং এবং গার্ডওয়াল নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি।

নাগরিকত্বের নয়া আদেশনামা
চুপিসারে ঘুরপথে সি এ এ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র

২৮ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে গুজরাট, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব— এই পাঁচটি রাজ্যের ১৩টি জেলায় প্রতিবেশী তিনটি দেশ (আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ) থেকে আগত শরণার্থী যাঁরা দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করছেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, পারসিক, বৌদ্ধ এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের এই তালিকায় রাখা হয়নি। এর জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকা শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়াতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সুকৌশলে নাগরিকত্বের সাথে ধর্মীয় বিষয়টিকে জুড়ে দিতে স্বাভাবিকভাবেই, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে।

নাগরিকত্বের সাথে ধর্মের প্রশ্নটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে সরকার জুড়ে দেওয়ায় মানুষের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, এর মধ্য দিয়ে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ‘ধর্মভিত্তিক নাগরিকত্বে’র পরিকল্পনা, যা তারা ২০১৯ সালের সিএএ-এর মধ্য দিয়ে চালু করার চেষ্টা করেছে তারই প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ১৬ ধারা এবং ২০০৯ সালে জারি করা এই আইনের রুলের ভিত্তিতেই বিশেষ ক্ষমতা বলে তারা এই নির্দেশ দিয়েছে। সরকারেরর দাবি এই নির্দেশের সঙ্গে সিএএ চালু করার কোনও সম্পর্ক নেই। পুরনো নাগরিকত্ব আইন অনুসারেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশেও আপাতদৃষ্টিতে তাই লেখা আছে। সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীরা প্রথম থেকে বলে আসছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতাবলেই দীর্ঘকাল ধরে ভারতের মাটিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে (ন্যাচারালাইজেশনের ভিত্তিতে) নাগরিকত্ব দিতে পারে। তার জন্য সিএএ-তে যেভাবে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের কথা বলা হয়েছে তা অপ্রয়োজনীয় এবং বিভেদমূলক। এই নোটিশেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে দীর্ঘকাল বসবাসকারী মানুষগুলির নাগরিকত্বের সমাধান প্রচলিত আইনেই করতে পারে। সরকারের কাজই প্রমাণ করছে সিএএ নাগরিকত্বের নয় ধর্মীয় বিভাজনেরই কৌশল।

আইনি মারপ্যাঁচের কৌশল

একথা ঠিক যে, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ১৬নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় কোনও নির্দেশ জারির বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটুকু দেখিয়েই তারা বেশ কয়েকটি জেলায় বসবাসকারী তিনটি দেশের নাগরিকদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম উল্লেখ করে (অবশ্যই মুসলিম ধর্মাবলম্বিদের বাদ দিয়ে) নাগরিকত্বের আবেদন করতে বললেন। ১৯৫৫ থেকে শুরু করে ২০১৯ পর্যন্ত নাগরিকত্ব আইনের ছ'টি সংশোধন হয়েছে। কিন্তু ২০১৯-এর আগে নাগরিকত্ব আইনে কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের নাগরিকত্ব প্রমাণের কথা বলা নেই। আইনের বিরাট বোদ্ধা না হলেও এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোনও নিয়ম বা আইন প্রয়োগে সরকারের ‘বিশেষ ক্ষমতা’ মানে সেই নিয়ম পরিবর্তন করার অধিকার বোঝায় না। আসলে যেহেতু অতীতে সিএএ চালু করতে গিয়ে এ দেশের ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে আপামর সাধারণ মানুষের বিপুল প্রতিবাদ ও বাধার সম্মুখীন তারা হয়েছিল, তাই তা থেকে বাঁচতে অত্যন্ত সুকৌশলে আইনি মারপ্যাঁচের আড়ালে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তারা কার্যত ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের, বিজেপির পূর্বঘোষিত নীতিকেই স্বল্প পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে জনগণের প্রতিক্রিয়া মাপতে চাইছেন। যদি তাঁরা এ কাজে সফল হন, তাহলে ধীরে ধীরে গোটা দেশেই এই প্রক্রিয়া তাঁরা চালু করবেন। এক কথায়, এই নির্দেশ বিভ্রান্তিকর, গভীর ষড়যন্ত্রমূলক এবং এ দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও সাংবিধানিক অধিকার বিরোধী। সাথে সাথে এ দেশের আপামর সাধারণ মানুষকে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, এই নীতির ফলে শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা বঞ্চিত হবেন এ কথা ভাবা ঠিক নয়। আসলে অমুসলিম জনগোষ্ঠীদেরও তাঁরা বাধ্য করবেন বিজেপির পেছনে দাঁড়াতে বা বিজেপিকে সমর্থন করতে, না হলে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। আর সাধারণ মানুষও নাগরিকত্ব হারানোর ভয় থেকে বাধ্য হবেন বিজেপিকে ভোট দিতে বা সমর্থন করতে। বাস্তবে নাগরিকত্ব প্রদানের যে জটিল প্রক্রিয়া, তাতে প্রত্যেককেই নাগরিকত্বের আবেদন করার সাথে সাথে বৈধ পাসপোর্ট ভিসা সহ অন্যান্য প্রমাণপত্র পেশ করতে হবে। অভাবের তাড়নায় বা অন্যান্য কারণে উদ্বাস্তু হয়ে আসা সাধারণ গরিব মানুষদের কারও কাছেই এ ধরনের প্রমাণপত্র নেই। ফলে বাস্তবে তাঁরা কেউই নাগরিকত্ব পাবেন না। এনআরসি তালিকায় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে সারা জীবন ডিটেনশন ক্যাম্পে বা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে সমস্ত বৈধ অধিকার এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অবর্ণনীয় জীবন কাটাবেন। আসামে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষেরও বেশি অমুসলিম নাগরিকদের এই অবস্থাই হয়েছে।

এই সময়ে কেন এই নির্দেশ

সমস্ত দেশ জুড়ে করোনা অতিমারি দ্বিতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহ প্রকোপ এখনো অব্যাহত। সরকারি অপদার্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। এই অবস্থায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্থিতি মোকাবিলা করা তো দূরে থাক, কেন্দ্রীয় সরকার লকডাউনের সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার ও শোষণের নজিরবিহীন স্টিম-রোলার চালাচ্ছে। তারা দেশি-বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের স্বার্থে শিল্প-কৃষি-রেল-ব্যাঙ্ক-শিক্ষাসহ পরিষেবা ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন করছে, আবার এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে। সর্বনাশা কৃষি আইনের প্রতিবাদে দেশের কৃষকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নজিরবিহীন ঐতিহাসিক আন্দোলন এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে এ রাজ্য সহ বহু জায়গায় বিজেপি পরাজিত হয়েছেন। মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। প্রতিবাদী মানুষের এই ঐক্য ভেঙে দিতে আজ শাসকের হাতে অন্যতম প্রধান অস্ত্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মানসিকতা খুঁচিয়ে তোলা। তাই অত্যন্ত সুকৌশলে তারা আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখা তাস আবার বের করেছে। তাই এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সার্বিক গণআন্দোলন গড়ে তোলা আজ বড়ই প্রয়োজন। আমরা জানি অতীতে যেভাবে এনআরসি, এনপিআর, সিএএ-র বিরুদ্ধেএ দেশের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং চিন্তাশীল নাগরিকেরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, এবারেও এই কালা নির্দেশের বিরুদ্ধে একইভাবে তীব্রতর আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলবেন।

কোচবিহারে রক্তদান শিবির

গণআন্দোলন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তথা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কাজল চক্রবর্তীর স্মরণে এবং করোনার এই দুঃসময়ে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের ভয়াবহ সংকটের এই পরিস্থিতিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএসের যৌথ উদ্যোগে ৩ জুন কোচবিহার পাওয়ার হাউস চৌপথি সংলগ্ন নেতাজী সংঘে একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ৩২ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন।

টালিগঞ্জে কমিউনিটি কিচেন

টালিগঞ্জে পার্টির পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ৫ জুন থেকে শুরু হয়েছে কোভিড আক্রান্ত ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে কমিউনিটি কিচেন। প্রতিদিন ৬০-৭০ জনকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা চলছে। এলাকার মানুষের দানেই এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

কোচবিহারে এআইএমএসএসের প্রতিবাদ

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ২ জুন আবগারি দপ্তর এবং কোচবিহার ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা নমিতা বর্মন বলেন, এই সময়ে যখন ভ্যাকসিন দেওয়া অত্যন্ত জরুরি তখন সরকার মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলব।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

গাজা ভূখণ্ডে হামলাকারী ইজরায়েলকে তুষ্ট করতে দেশের জনগণকে অপমান করল ভারত সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলের চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্তের জন্য রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে আসা প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থেকেছে ভারত সরকার। আমরা বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের এই অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করছি। প্যালেস্তিনীয় জনগণকে তাদের নিজস্ব এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার হীন মতলবে ইজরায়েল গাজা ভূখণ্ডের উপর আক্রমণ চালিয়ে শত শত মানুষ এমনকি শিশুদেরও হত্যা করেছে, বহু বসতবাড়ি, হাসপাতাল স্কুল ধ্বংস করেছে। স্পষ্টতই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট জিয়নবাদী ইজরায়েলি শাসকদের তুষ্ট করার লক্ষ্যে ভারত সরকার এ কাজ করেছে। এর মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণের গৌরবোজ্জ্বল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিকামী জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, এই চরম অমানবিক পদক্ষেপকে ধিক্কার জানিয়ে প্যালেস্তাইনের সংগ্রামী জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।

পুনের এসভিএস টেকনোলজিতে অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিবৃতি

মহারাষ্ট্রের পুনেতে এসভিএস অ্যাকোয়া টেকনোলজি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের ফলেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এক ডজনের মতো শ্রমিক মারা গেছে। অনেকেই আহত। বেশিরভাগই মহিলা শ্রমিক। কমরেড দাশগুপ্ত আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং নিহতদের ও আহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন। তিনি ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু রাজ্য সরকারের অপরিণামদর্শিতার ফল

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে না পারার হতাশা থেকে একটি ছাত্রের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৮ জুন এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য সরকারের অপরিণামদর্শিতার জন্য এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। প্রথম যখন রাজ্য সরকার পরীক্ষা নেবে ঘোষণা করেছিল তখনও শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। আবার যখন পরীক্ষা নেবে না ঘোষণা করল তখন উপযুক্ত সময় না দিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মতামত জানাতে হবে বলায় সকলে মত দিতে পারলেন না। উচিত ছিল, পরীক্ষার্থীদের টিকার ব্যবস্থা করে পরীক্ষা গ্রহণ করা— যা আমাদের অন্যতম দাবি ছিল। ভবিষ্যতে যেন এমন দুঃখজনক ঘটনা আর না ঘটে তা যেন সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখে এই দাবি আমরা করছি।

সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে ৭ জুন কার্শিয়াং ব্লক বিএমওএইচকে ডেপুটেশন দেন আশাকর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, জেলা সম্পাদিকা নমিতা চক্রবর্তী এবং এআইইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ জয় লোধ

এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্বতন পলিটবুরো সদস্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পূর্বতন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৮ জুন। এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে অনলাইন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহসভাপতি কমরেড সত্যবান, শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর দাশগুপ্ত। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-টর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী আন্দোলনের জয়

গত বছর মে মাসে লকডাউনের মধ্যে জলপাইগুড়ি আবহাওয়া দপ্তর অস্থায়ী সিকিউরিটি কর্মীদের ভেন্ডার পরিবর্তন করে। নতুন ভেন্ডার পুরনো কর্মীদের সরিয়ে দেয়। এর বিরুদ্ধে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম আন্দোলন শুরু করে। সংগঠনের আবেদনের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির লেবার কমিশনার এই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেন। দীঘা আবহাওয়া দপ্তরের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনা ঘটলে ইউনিয়ন রিজিওনাল লেবার কমিশনারের কাছে বিষয়টি সমাধানের আর্জি জানায়। অবশেষে ১৭ মে লেবার কমিশনারের দপ্তর জলপাইগুড়ি এবং দীঘা দুটি ক্ষেত্রেই ইউনিয়নের দাবি মেনে ছাঁটাই হওয়া সিকিউরিটি গার্ডদের বহাল করার নির্দেশ দেয়।

এক বছর ধরে চলা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীরা তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায় করেছেন। এই লড়াকু মনোভাবের জন্য এ আই ইউ টি ইউ সি নেতৃত্ব কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েতি ট্যাক্স কালেকটরদের দাবিপত্র পেশ

নিয়মমাফিক ৬ বছর পর যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি, পুনর্নবীকরণ প্রথার বিলুপ্তি, মাসিক ১০ হাজার টাকা অনুদান, অবসরকালীন ও কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান সহ সরকারি কর্মচারীর মর্যাদার দাবিতে ৩ জুন রাজ্যের জেলাগুলিতে ডিএম এবং ডিপিআরডিও-র কাছে অনলাইন ডেপুটেশন দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, গত ২০-২৫ মে '২১ ট্যাক্স কালেক্টররা অনলাইন বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির কোষাগার যারা ভরায় তাদের দাবিগুলি যদি মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে কর্মচারীরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।

কোলাঘাট বিডিওতে গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্মারকলিপি

অবিলম্বে কোলাঘাট ব্লকের সমস্ত গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভ্যাকসিন প্রদান,উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারাট্রেনিং দিয়েকোভিড-১৯ মোকাবিলার কাজে লাগানো সহ সাত দফা দাবিতে ৬ জুন আজ সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠন এবং প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কোলাঘাট ব্লক শাখার পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, গ্রামীণ চিকিৎসক ও আশাকর্মীদের সরকারিভাবে পি পি ই-মাস্ক-গ্ল্যাভস-স্যানিটাইজার দেওয়া, বিপিএইচসি-পিএইচসি সহ সমস্ত উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অক্সিজেন-অক্সিমিটার- জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ প্রভৃতি। প্রতিনিধি দলে ছিলেন গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ডাঃ মোজাফফর আলি খান, জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও অর্জুন ঘোড়াই, নিতাই বেরা, দিলীপ মাইতি প্রমুখ। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com